১৭৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে যে অভিজাত বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তা দেশবাসীর স্বার্থে পরিচালিত হয়নি। অভিজাত শ্রেণি নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যেই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের আগমনে অভিজাত বিদ্রোহের ভূমিকা কম ছিল না। সাধারণ মানুষ ও বুর্জোয়া শ্রেণি উপলব্ধি করলেন, রাজতন্ত্র কতটা দুর্বল। তাঁরা আরও বুঝলেন যে, সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যবস্থার অসংগতি দূর করা সম্ভব নয়। এইভাবে বিপ্লব একমাত্র বিকল্প বলে প্রতিভাত হল।

প্রশ্ন ০৫। *সন্ত্রাসের রাজত্ব কি প্রয়োজনীয় ছিল?*

উত্তর। সন্ত্রাসের প্রকৃতি ঃ সন্ত্রাসের চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। **তেইন** (Taine)-এর অভিমত হল সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল ক্ষমতালোভী, দুর্বিনীত সুবিধাবাদী এক শ্রেণির মানুষের প্রচেষ্টা। কিন্তু অন্যদিকে **ওলার** (Aulard) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সন্ত্রাসকে নিছক পেশীর রাজনীতির প্রতিফলন বলে মনে করে না। তাঁর বক্তব্য হল বৈদেশিক যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ প্রতি বিপ্লবী শক্তির দাপটে ফ্রান্সে এক গভীর সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ফ্রান্সের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখবার জন্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এক কেন্দ্রীভূত নির্মম ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়েছিল। অবশ্য **সবুল** (A. Sobul) প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রধান কুশীলব ছিলেন সাধারণ মানুষের বৈপ্লবিক মেজাজ। প্যারিসের জঙ্গি জনতার চাপে মাউন্টেন বা জ্যাকোবিন দলের নেতারা সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভব করেন। সন্ত্রাসের চরিত্র পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সন্ত্রাস ছিল ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক পরিণতি। এ ভিন্ন, বিপ্লবের শুরু থেকেই ফ্রান্সে এক অস্বস্তিকর হিংসাত্মক পরিবেশ রচিত হয়েছিল, সন্ত্রাসের রাজত্বে এর চরম পরিণতি ঘটে।

সন্ত্রাস রাজত্বের ফলাফল ঃ একথা অনস্বীকার্য যে, সন্ত্রাস রাজত্বের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা জ্যাকোবিন দলের স্বৈরাচারী নীতির পরিচায়ক। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অপরদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে ফ্রান্স যে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তার প্রতিকারকল্পে এই বিভীষিকার রাজত্বের প্রয়োজন ছিল। দেশের এই চরম সঙ্কটে জ্যাকোবিন দলের নায়করা উপলব্ধি করলেন যে, বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তাঁরা সন্ত্রাস রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চরম সঙ্কট থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্যই এই নৃশংস শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল তাই সন্ত্রাস রাজত্বের সাফল্যের পরিচয় দান করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিপ্লব-বিরোধী সকল শক্তিকে দমন করে সন্ত্রাস-রাজত্ব জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ফরাসি বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছিল। সন্ত্রাস-রাজত্বের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা সত্ত্বেও তা বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার পরিচায়ক (a marvellous product of practical statesmanship—Riker)।

প্রশ্ন ০৬। *আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ কী ছিল?*

উত্তর। ভূমিকা ঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাফল্য স্বভাবতই অভাবনীয় ও আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। ঔপনিবেশিকরা অর্থ, সৈন্যবাহিনী, সংগঠন প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রিটিশের তুলনায় দুর্বল ছিল। কিন্তু তথাপি তাদের সাফল্য সত্যিই বিস্ময়কর।

Scanned with CamScanner

ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণসমূহ ঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাদের সাফল্য সম্ভবপর হয়েছিল।

১। **ভৌগোলিক দূরত্ব ঃ** আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডের দূরত্ব তিন হাজার মাইল। ঐ সময় অতদূর থেকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা ব্রিটেনের পক্ষে খুবই দুরূহ ছিল। অন্য ভৌগোলিক দূরত্ব ঔপনিবেশিকদের পক্ষে জয়লাভে সহায়ক হয়েছিল। তারা নিজদেশেই যুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা করতে পেরেছিল। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ইংরেজদের তুলনায় অনেক সুস্পষ্ট ছিল।

২। **ব্রিটেনের ভ্রান্ত ধারণা ঃ** ঔপনিবেশিকদের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে ইংল্যান্ডের সঠিক ধারণা ছিল না। তারা ঔপনিবেশিকদের সামরিক দক্ষতা সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে ব্রিটেন প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি করেনি।

৩। **যুদ্ধ পরিচালনার অব্যবস্থা ঃ** যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ব্রিটিশ সেনাপতিরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি। জলপথে তাদের প্রাধান্য থাকলেও এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনী উন্নত মানের হওয়া সত্ত্বেও তারা ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জারমেনের অপদার্থতার কারণে ইংরেজ সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠেনি।

৪। **জাতীয়তাবোধ ঃ** ঔপনিবেশিকদের সামরিক অভিজ্ঞতা, রসদ ও যুদ্ধোপকরণের অভাব থাকলেও তারা ছিল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। যে কোনো আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে ইংরেজ সেনাদের মধ্যে অনুরূপ আদর্শের অভাব ছিল।

৫। **জর্জ ওয়াশিংটনের সুযোগ্য নেতৃত্ব ঃ** ঔপনিবেশিকদের প্রধান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সততা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস ঔপনিবেশিকদের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ পক্ষে কোনো সুযোগ্য সমরনেতা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। সেনাপতিদের মধ্যে অত্যধিক আত্মবিশ্বাস ও মন্থরতা লক্ষ্য থাকায় তারা যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

৬। **ইউরোপীয় শক্তিসমূহের বিরোধিতা ঃ** ফ্রান্স, স্পেন, হল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশসমূহ নানাভাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধাচরণ করে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর থেকে ফ্রান্স ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই ফ্রান্স অর্থ ও সৈন্য দিয়ে ঔপনিবেশিকদের সাহায্য করে। ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত নৌ-বাহিনী ভূমধ্যসাগরের মিনর্কা দ্বীপ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে।

৭। **ইংল্যান্ডের অন্যান্য সমস্যা ঃ** ইংল্যান্ড যখন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক সেই সময় ইংল্যান্ড অন্যান্য সমস্যায় বিব্রত হয়ে পড়ে। আয়ারল্যান্ড, ভারতে মহীশূর রাজ্য এবং পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ আধিপত্য সংকটের সম্মুখীন হয়। এইভাবে নানাদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ফলে ইংরেজরা ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সর্ব শক্তি নিয়োজিত করতে পারেনি।

উপসংহার ঃ আমেরিকার স্বাধীনযুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণের সাফল্য ছিল বিশ্ব ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। **ঐতিহাসিক জেড-এর** মতে আমেরিকার বিজয় আমেরিকা ও বিশ্বের গণতন্ত্র [illegible]

Scanned with CamScanner

পথকে সুগম করে দিয়েছিল। (The American Revolution paved the way for democracy in the United States and in the World.)

প্রশ্ন ০৭। *আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উল্লেখ করো।*

অথবা,

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করো।

উত্তর। ভূমিকা ঃ আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল একাধিক। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১। **স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আমেরিকার আবির্ভাব ঃ** এই যুদ্ধের ফলে উত্তর-আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশ ইংল্যান্ডের হস্তচ্যুত হয় এবং এইভাবে আমেরিকা নামক একটি নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই স্বাধীন আমেরিকা আজকের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়েছে।

২। **আমেরিকায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ** ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে" ঔপনিবেশিকেরা স্বাধীনতা, সাম্য ও জনগণের অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। সুতরাং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের জয়লাভ জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার বিজয় সূচনা করে এবং আমেরিকায় জনগণ কর্তৃক শাসিত সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো।

৩। **ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক নীতিতে পরিবর্তন ঃ** এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ডের পুরানো 'মার্কেন্টাইল' অর্থনীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। ফলে ইংল্যান্ডের শাসকবর্গ তাদের ঔপনিবেশিক শোষণনীতির রূপ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ইংল্যান্ড পুরানো ঔপনিবেশিক নীতি পরিত্যাগ করে উপনিবেশগুলির প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করে।

৪। **ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পরিবর্তন ঃ** আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও পরিবর্তন সাধন করে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে (ক) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং পার্লামেন্টের ওপর রাজা তৃতীয় জর্জের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা প্রতিহত হয়। (খ) রাজার ব্যক্তিগত শাসনের পরিবর্তে পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার শাসন (Cabinet Government) ইংল্যান্ডে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের প্রসার হয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়।

৫। **ফ্রান্সের ওপর প্রভাব ঃ** এই যুদ্ধে ব্রিটিশের বিপক্ষে যোগদান করে ফ্রান্স সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা দূর করতে সমর্থ হলেও ফ্রান্সের রাজনীতির ওপর এই যুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়। এগুলি হলো (ক) যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ফরাসি সরকার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবার জন্য রাজা ষোড়শ লুই বাধ্য হয়ে দীর্ঘকাল পর প্রতিনিধি সভা (States General) আহ্বান করেন। এই ঘটনা ফরাসি বিপ্লবের সূচনা করে। অন্যদিকে (খ) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব ফরাসি সৈনিক যোগদান করেছিল তারা আমেরিকার বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং দেশে ফিরে এসে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

৬। **নিকট-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি ঃ** আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিরোধের সুযোগ নিয়ে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া পূর্ব-ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। এই

Scanned with CamScanner

যুদ্ধের সময় রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে ক্রিমিয়া দখলের জন্য প্রয়াসী হয়। এইভাবে পরোক্ষভাবে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ **নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে** প্রভাবিত করেছিল।

৭। **বিশ্বে গণতান্ত্রিক আদর্শ সঞ্চার ঃ** পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্রী আদর্শকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল। এইরূপে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ও বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আদর্শের জয়লাভ হয় এবং পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। ঐতিহাসিক **হেজ-এর মতে,** আমেরিকার বিপ্লব আমেরিকা ও বিশ্বে গণতন্ত্রের পথ সুগম করে দিয়েছিল ("The American revolution paved the way for democracy in the united states and in the world.").

প্রশ্ন ০৮। *ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ কী ছিল?*

উত্তর। ভূমিকা ঃ ইউরোপের ইতিহাসে উদারনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগের সূচনা করেছিল ফরাসি বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লব কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, তা ছিল রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক প্রভৃতি বহুবিধ কারণের সমষ্টিগত ফল।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ ঃ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। এগুলি হলো—

১। **অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ** ফ্রান্সের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি ছিল অসাম্য ও শোষণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসি সমাজ প্রধানত অধিকার প্রাপ্ত (privileged) ও অধিকারহীন (unprivileged) এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। একদিকে দেশের বেশির ভাগ জমির মালিক ছিল মুষ্টিমেয় অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে অগণিত কৃষককে ভূমিবঞ্চিত ভূমিদাসের জীবনযাপন করতে হত।

২। **বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা ঃ** ভূসম্পত্তি ধনসম্পদের অধিকারী হয়েও অভিজাত ও যাজক শ্রেণির লোকেরা করদানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন; অথচ রাষ্ট্রের সকল করভার তৃতীয় সম্প্রদায়কে বিশেষ করে কৃষকদেরকে বহন করতে হত। ফ্রান্সে প্রচলিত প্রত্যক্ষ করগুলির মধ্যে ছিল তেইলি (Taille) বা সম্পত্তি কর, ক্যাপিটেশন (Capitation) বা আয়কর, এবং ভিংতিয়েমে অথবা জমি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অর্জিত আয়ের ওপর কর। অন্যদিকে পরোক্ষ করের অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্যাবেলা বা লবণ কর, এইডস্ বা অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর ধার্য কর ও টাইদ বা ধর্মকর ছিল পরোক্ষ করের অন্তর্ভুক্ত। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য গ্রামের লোককে অনেক সময় বেগার পরিশ্রম দিতে হতো। এই ধরনের শ্রম করার নাম ছিল করভি। আবার রাস্তা ব্যবহারের জন্য টোল দিতে হতো। মালপত্র পরিবহনের ওপর অন্তঃশুল্ক ধার্য হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়।

৩। **কর আদায়ের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ** ফ্রান্সে কর আদায়ের ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। রাজকর্মচারী ও ভূস্বামীরা ফরাসিদের নানাভাবে নির্যাতিত করত। করভারে জর্জরিত ও আর্থিক দুর্দশায় বিপন্ন ফরাসিগণ বিশেষত কৃষক সমাজ এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

৪। **রাজপরিবারের বিলাসব্যসন ঃ** ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকাল থেকে ফরাসি রাজপরিবারে বিলাসব্যসনের পশ্চাতে অধিকতর অর্থ ব্যয় হতে থাকে। সম্রাট পঞ্চদশ লুই-ও

বিলাসিতার জন্য প্রচুর অর্থ নষ্ট করেন। ফরাসি রাজপ্রাসাদে কাজের জন্য ১৬০০০ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। উপরন্তু রানী মেরী আঁতোয়ানেত-এর ৫০০ চাকর-বাকর ছিল। এছাড়া রাজ পরিবারের সদস্যরা নিত্যনতুন পোষাক পরিধান করতেন এবং ভোজসভার আয়োজন করতেন। এভাবেই প্রচুর অর্থ নষ্ট হয়েছিল।

৫। **শূন্য রাজকোষ ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীতে একাধিক বৈদেশিক যুদ্ধে জড়িত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সম্রাট পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুইয়ের অমিতব্যয়িতার ফলে সরকারের ঋণের বোঝা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স কর্তৃক অর্থ সাহায্য ও অংশগ্রহণ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংকটকে চরমে নিয়ে যায়।

৬। **ফ্রান্সের সাধারণ অর্থনীতিতে সংকট ঃ** রাজকীয় আর্থিক ব্যবস্থার অসংগতির পাশাপাশি ফ্রান্সের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্য ৬৫ শতাংশ বেড়ে যায়।

৭। **কৃষির অনুন্নতি ও কৃষিক্ষেত্রে অজন্মা ঃ** ফ্রান্সে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এছাড়া কৃষকদের রক্ষণশীল মনোভাব কৃষিজ উপকরণ ও যন্ত্রপাতির অভাবে ফ্রান্সের কৃষিব্যবস্থাও উন্নতি লাভ করতে পারেনি। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে ব্যাপক অজন্মা দেখা দেয় এবং ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ শহরে ভিড় করতে থাকে। ঐতিহাসিক মিশলে (Michelet) পুরাতন ব্যবস্থায় নিপীড়নের সঙ্গে দুঃসহ দারিদ্র্যকে বিপ্লবের প্রধান উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক লাব্রুস (Labrousse) এর মতে ১৭৮০ সালের পর ফরাসি অর্থনীতির অবনতি শুরু হয় এবং শস্যহানি ও খাদ্যাভাব সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

৮। **অর্থনৈতিক সংকট ও ফরাসি বিপ্লবের আগমন ঃ** উপরোক্ত আর্থিক সংকট দূর করতে রাজা ষোড়শ লুইয়ের নির্দেশে তুর্গো, ক্যালোন, নেকার প্রমুখ ফরাসি অর্থমন্ত্রীগণ আর্থিক সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু অভিজাত শ্রেণির প্রবল বিরোধিতার ফলে তাঁদের সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে মোট আয়ের ৭৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা ও ঋণের সুদ মেটাতে ব্যয় করা হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজকোষে অর্থসংগ্রহের তাগিদে বাধ্য হয়ে ফরাসি রাজা ষোড়শ লুই স্টেটস্-জেনারেল আহ্বান করে এবং এর ফলে ফরাসি বিপ্লবের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

মূল্যায়ন ঃ ফরাসি বিপ্লবের উন্মেষে অর্থনৈতিক কারণ প্রধান ভূমিকা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিজাত শ্রেণির অনমনীয় মনোভাব বিপ্লবের আগমন অনিবার্য করে তুলেছিল। যদি অভিজাত শ্রেণি তাঁদের সুযোগ-সুবিধা কিছুটা সঙ্কুচিত করে সংস্কারের উদ্যোগ সফল করতেন, তাহলে বিপ্লবের প্রয়োজন হতো না।

প্রশ্ন ০৯। *ফরাসি বিপ্লবে ফরাসি দার্শনিকদের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো।*

অথবা

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্‌কালে দার্শনিকদের রচনা কীভাবে বিপ্লবী মানসিকতা তৈরি করেছিল?

উত্তর। ভূমিকা ঃ ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসে 'উদারনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগের' সূচনা করেছিল ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রিঃ)। এই বিপ্লব কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, তা

Scanned with CamScanner

ছিল বহুবিধ কারণের সমষ্টিগত ফল। ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বৈষম্য ও শোষণ প্রকট আকার ধারণ করেছিল তা তদানীন্তন ফরাসি ভাবজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে অনেক দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা সমাজের দুর্নীতি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন এবং দেশবাসীকে বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলেন।

দার্শনিকদের ভূমিকা ঃ ১। **মন্তেস্কু ঃ** নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমর্থক **মন্তেস্কু** রাজার ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতার তীব্র সমালোচনা করেন এবং সুশাসন প্রবর্তনের জন্য শাসন, আইন ও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের দাবি উত্থাপন করেন।

২। **ভল্‌তেয়ার ঃ** প্রগতিবাদী ও যুক্তিবাদী **ভল্‌তেয়ার** রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে বিশেষ করে চার্চ ও যাজকশ্রেণির মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার ও অনাচার প্রবেশ করেছিল তার কঠোর সমালোচনা করেন।

৩। **রুশো ঃ** কিন্তু সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল **রুশোর** রচনাবলি। তিনি "সোস্যাল কনট্রাক্ট" ("Social Contract") গ্রন্থে বলেছেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উৎস হলো জনসাধারণ। সুতরাং জনসাধারণের মতানুসারে রাজা রাষ্ট্র পরিচালনা না করলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে। এইভাবে রুশো গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা প্রচার করেন।

৪। **ডিডেরো ঃ** সমসাময়িক পণ্ডিতদের সহায়তায় **ডিডেরো** যে এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) সঙ্কলন করেন তাতে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সমালোচনা করা হয়।

৫। **ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠী ঃ** ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে একদল অর্থনীতিবিদ্ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কুইসনে প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির বিকাশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন। এই অর্থনৈতিক মতাদর্শকে **ফিজিওক্রেটিক** মতবাদ বলা হয়। ফরাসি শিল্পপতিদের ওপর এই মতবাদ প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, এই যুগের দার্শনিকেরা মূলত মধ্যবিত্ত সমাজের লোক ছিলেন। তাই এঁদের রচনা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবিত করেছিল।

ঐতিহাসিক বিতর্ক ঃ ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ দেখা যায়। (১) **এডমন্ড বার্ক, জলম মিশেল, সেতোব্রিঁয়া** প্রমুখের মতে ফরাসি দার্শনিকদের ভাবধারা পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করে তুলেছিল। (২) **মর্স স্টিফেনস্, ডেভিড টমসন** প্রমুখের বক্তব্য হলো ফরাসি বিপ্লবের আগমনের মূলে ছিল বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতি পুরাতন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায় বিপ্লবের আগমনে দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও তারা তৃতীয় শ্রেণির সচেতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল। উপরন্তু সে সময় ফ্রান্সে কোনো রাজনৈতিক দল না থাকায় জনমত গঠনে দার্শনিকদের ভাবনা-চিন্তা এক প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেছিল।

প্রশ্ন ১০। ফরাসি বিপ্লব সৃষ্টিতে ফরাসি রাজতন্ত্রের দায়িত্ব নিরূপণ করো।

উত্তর। ভূমিকা ঃ ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসে উদারনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগের সূচনা করেছিল ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯ খ্রিঃ)। ফরাসি বিপ্লব কোনো আকস্মিক ঘটনা

Scanned with CamScanner